Sanatan Dharma

"প্রকৃত মহাপুরুষ " এর সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ কি কি?

"প্রকৃত মহাপুরুষ " এর সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ কি কি? অথবা কোন ব্যক্তিকে "প্রকৃত মহাপুরুষ " বলা যেতে পারে? কোন কোন সাধন লক্ষণ যোগ্যতা থাকলে কোন ব্যক্তিকে "প্রকৃত মহাপুরুষ " বলা যেতে পারে??"
কিন্তু আমরা শাস্ত্রানুসারে "প্রকৃত মহাপুরুষ " তাকেই বলবো - যিনি "আত্মজ্ঞান-পরমাত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে পরম মুক্তি" প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই যিনি "আত্মজ্ঞান-পরমাত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে পরম মুক্তি" প্রাপ্ত হয়েছেন তাকে আমরা "প্রকৃত মহাত্মা"এর সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমরা শাস্ত্রানুসারে "সদগুরু / ব্রহ্মজ্ঞানী / মহাপুরুষ / মুক্তপুরুষ /প্রকৃত মহাপুরুষ " বলতে পারি।
তাই যিনি "মহাপুরুষ" তিনি "প্রকৃত মহাত্মা" তো তিনি আগেই হয়েছেন কিন্তু যিনি "প্রকৃত মহাত্মা" তার মুক্তি এখনো বাকি -তিনি এখনো সাধন পথে ব্রতী। আর যিনি "মহাপুরুষ" তিনি সাধনা সাম্যক রূপে সিদ্ধি করেছেন -তার পরম মুক্তি লাভ হয়ে গিয়েছে -তার যার সাধনা বাকি নেই -তিনি শুধু পরমমুক্তির পথ-প্রদর্শক।
তাহলে বোঝা গেলো যে যিনি -"প্রকৃত মহাত্মা" -তিনি ধর্ম উপদেশ দিতে পারেন কিন্তু দীক্ষা দিতে পারেন না অথবা এক কথায় বলা যায় যে -শাস্ত্রানুসারে যিনি "প্রকৃত মহাত্মা" তিনি ধর্ম উপদেশে দিতে পারলেও দীক্ষা দেওয়ার অধিকার শাস্ত্রানুসারে তার নেই। তাই শাস্ত্রানুসারে যিনি "প্রকৃত মহাত্মা" হয়েও যদি তিনি দীক্ষা দেন তো শাস্ত্রানুসারে তাকে " ধর্মরেগ্লানিকারী / ভন্ড / শাস্ত্রাদ্রোহী / গুরুদ্রোহী " বলে।
একমাত্র যিনি " "আত্মজ্ঞান/পরমাত্মজ্ঞান / ব্রহ্মজ্ঞান /পরম মুক্তি" / কৈবল্য / ব্রহ্মজ্ঞান-ব্রহ্মস্থিতি " লাভ করেছেন তারই দীক্ষা দেওয়ার শাস্ত্রসম্মত অধিকার হয়েছে এবং তাকেই একমাত্র আমরা শাস্ত্র অনুসারে " প্রকৃত মহাপুরুষ " বলতে পারি।
শাস্ত্র যদি দশ সাধন যোগ্যতা-লক্ষণএর কোনো এক একটা সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ লাভকারী "প্রকৃত মহাত্মা" কেও দীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করলে " ধর্মরেগ্লানিকারী / ভন্ড / শাস্ত্রাদ্রোহী / গুরুদ্রোহী " বলে , তাহলে চিন্তা করুন আজ এই কলি যুগে দশ সাধন যোগ্যতা-লক্ষণএর কোনো এক একটা সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ লাভ না করেও যারা দীক্ষা দেন তাদকিে তাহলে কি বলা যাবে ????
তাহলে বোঝা গেলো যে একমাত্র যিনি "" "আত্মজ্ঞান/পরমাত্মজ্ঞান / ব্রহ্মজ্ঞান /পরম মুক্তি" / কৈবল্য / ব্রহ্মজ্ঞান-ব্রহ্মস্থিতি " লাভ করেছেন তারই দীক্ষা দেওয়ার শাস্ত্রসম্মত অধিকার হয়েছে এবং তাকেই একমাত্র আমরা শাস্ত্র অনুসারে "প্রকৃত মহাপুরুষ " বলতে পারি এবং " প্রকৃত মহাপুরুষ "রূপি সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ ব্যাক্তিই একমাত্র "প্রকৃত দীক্ষা " দেওয়ার শাস্ত্র অনুসারে অধিকারী এবং ঐরকম সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ সম্পন্ন " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর কাছে কেও যদি দীক্ষা প্রাপ্ত হয় তবেই আত্ম-উন্নতির রাস্তায় সেই দীক্ষা প্রাণবন্ত হয় নচেৎ নস্প্রান-ভন্ড দীক্ষায় কি উন্নতি হয় ????
আর একটা কথা - "প্রকৃত মহাত্মা" এর কথা -বার্তায় একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে উনি শাস্ত্র অনুসারে দশ সাধন যোগ্যতা-লক্ষণএর কোনো এক

Published on: Dec, 15 2023 12:49

একটা সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ লাভ করছেনে কিন্তু " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর সঙ্গে বছররে পর বছর মিশলেও তার আচার -আচরণে , কথা-বার্তায় (একমাত্র যদি উনি নিজে কাহাকেও ইচ্ছাকৃত ধরা না দেন) কেও কোনো ভাবে মোটেও বুঝতে পারে না যে উনি একজন " প্রকৃত মহাপুরুষ " l
তাহলে বোঝা গেলো - "প্রকৃত মহাত্মা" আর " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর তফাৎ কি ???
" প্রকৃত মহাপুরুষ " যিনি - একমাত্র যদি উনি নিজে কাহাকেও ইচ্ছাকৃত ধরা না দেন তাহলে সেই " প্রকৃত মহাপুরুষকে " বাইরে থেকে চিনিবার উপায় কি ? বা শাস্ত্রে কি কিছু এমন লক্ষন দেওয়া আছে যার দ্বারা সাধারণ মানুষ ও সে সব লক্ষন এর দ্বারা " প্রকৃত মহাপুরুষকে " (তাতে যদি উনি নিজে কাহাকেও ইচ্ছাকৃত ধরা না দেন তাহলেও) চিনতে পারা যাবে ?????
হাঁ - বৈদিক শাস্ত্রে এমন কিছু শরীর লক্ষন দেওয়া আছে যার দ্বারা সাধারণ মানুষ ও সে সব শরীর লক্ষন (লিঙ্গে) এর দ্বারা " প্রকৃত মহাপুরুষ" কে তা অতি সহজেই (তাতে যদি উনি নিজে কাহাকেও ইচ্ছাকৃত ধরা না দেন তাহলেও) চিনতে পারা যাবে l সেগুলো বৈদিক শাস্ত্রে " প্রকৃত মহাপুরুষ" এর 32 শরীর লক্ষন বলে বিস্তারিত দেওয়া আছে l এই 32 শরীর লক্ষন যে কোনো " প্রকৃত মহাপুরুষ / মুক্তপুরুষ / পরমমুক্তপিুরুষ / কৈবল্যপুরুষ / ব্রহ্মজ্ঞান-ব্রহ্মস্থিতিমিহাপুরুষ / সিদ্ধপুরুষ " এর রক্ত-মাংসের শরীরে বিদ্যমান থাকে -যা বাইরে থেকে ভালোকরে পরিলক্ষ্য করলে জানা যায় যে উনি " প্রকৃত মহাপুরুষ " না " প্রকৃত মহাপুরুষ' নন l এই লক্ষন জ্ঞান থাকলে "ভন্ডপুরুষ" আর " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর জ্ঞান উৎপন্ন হয় - যার ফলে "ভন্ডপুরুষ" এর পাল্লায় পড়ে দিকভ্রষ্ট বা প্রতারিত হতে হয় না l
এই লক্ষন জ্ঞান দ্বারা কে " প্রকৃত মহাপুরুষ " !!!!- এটা জেনে সেই " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর চরণ বন্দনা করে দীক্ষা প্রার্থনা দ্বারা যদি সেই " প্রকৃত মহাপুরুষ " কৃপাতে সে " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর কাছে দীক্ষা পাওয়া সম্ভব হয় তাহলে "পরম মুক্তির প্রকৃত রাস্তা" পাওয়া সম্ভব হয় - এটাকেই শাস্ত্রে সদগুরু দীক্ষা প্রাপ্তি বলে --- ইহাই প্রাণবন্ত দীক্ষা l
এবার আমরা নিম্নে শাস্ত্রররে " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষন বর্ণনা করার চেষ্টা করবো .....
সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ সম্পন্ন " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর আছে দীক্ষা না পেয়ে সাধনহীন ভন্ড লোককে গুরু বলে ভক্তি করে দিকভ্রষ্ট ও প্রতারিত হওয়ার থেকে দীক্ষাহীন অবস্থায় থাকা অনেক ভালো কারণ তাতে অজানিত অবস্থায় ধর্মগলানি রুপি কাজ তো হয় না - তার চেয়ে সদগুরু না পাওয়া পর্যন্ত দীক্ষা নিতে হলে কমপক্ষে কুলগুরু এর কাছে দীক্ষা নিয়ে সদগুরুর অপেক্ষা করা অনেক ভালো কিন্তু কোনো সাধন যোগ্যতা-লক্ষণহীন কোনো ভন্ড -রিত্বিকি / আশ্রমরে মহারাজ / সাধুবেশী লোক এর কাছে দীক্ষার থেকে - দীক্ষা না নিয়ে (অদীক্ষিত থাকা) ঈশ্বররে কাছে সদগুরু প্রাপ্তি কামনায় দিন কাটানো অনেক ভালো -কারণ আত্মজ্ঞান এরর রাস্তায় দিকভ্রষ্ট / প্রতারিত হলে বহু জন্ম নষ্ট হবার ভয় থাকে l তাই শাস্ত্র সম্মত " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষন বিচার করেই দীক্ষা নেওয়া উচিত l
যায় হোক কেও যাতে দিকভ্রষ্ট না হয় তার জন্যে আমরা বৈদিক শাস্ত্রররে " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষন নিম্নে বর্ণনা করার চেষ্টা করবো .....

Published on: Dec, 15 2023 12:49

32 শরীর লক্ষন-- এক একটি শরীর লক্ষন অপরের শরীর লক্ষন সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত , তাই কারো মধ্যে কোনো একটা সামান্য মিল পেয়ে তাকে মহাপুরুষ ভাববেন না , সব লক্ষন একসঙ্গে একই দেহে থাকতে হবে ।

বৈদিক শাস্ত্রের " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষন নিম্নে বর্ণনা করলেও হাতে-কলমে এই বিশেষ শিক্ষা কোনো এই শিক্ষাজ্ঞানীর কাছে করলে তবেই পূর্ণ লক্ষন জ্ঞান হয় নচেৎ শুধু পড়ে (হাতে-কলমে না শিখেই) এই লক্ষন জ্ঞান এর পূর্ণ জ্ঞান হয় না , কিন্তু প্রাথমিক জ্ঞান অবশই হয় - তাই প্রথমে বহু লোকের প্রাথমিক জ্ঞান এর জন্যে আমরা নিচে এই বর্ণনা করে চেষ্টা করছি। কিন্তু এই বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষায় মূল ও পূর্ণ ।

" প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 টি শরীর লক্ষন আছে , "প্রকৃত মহাত্মা"দের 20-22 টি লক্ষন , সতী-সাধ্বী সাধক নারীদের মধ্যে 18-20 টি লক্ষন , দেবতাদের 15-18 টি লক্ষন , সতী-সাধ্বী সাধারণ নারীদের মধ্যে 6-8 টি লক্ষণ থাকে , ভালো উদার মানুষএর 4-8 টি লক্ষন , নিচলোকদের বা দৈত্যদের নিচের লক্ষণের বিকৃত লক্ষন থাকে ।

বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষন :- (" প্রকৃত মহাপুরুষ " এর একসঙ্গে 32 টি সব লক্ষণ থাকতে হবে , কোনো একটা-দুটো-কয়েকটা লক্ষণ থাকলে নয়)

1. চোখের মনি প্রায় সব সময় শাম্ভবী অবস্থায় অথবা অর্ধ-শাম্ভবী অবস্থায় থাকবে
2. কপাল দীর্ঘ-বিস্তৃত হবে ও মুখমন্ডল গম্ভীর হবে
3. কপালে 24 রকমের দিব্যা চিহ্ন এর কোনো একটা বা কোনো কোনো চিহ্ন থাকবে
4. চোখের তারা উর্দ্ধমুখ হবে
5. চোখে অন্তর একগ্র দৃষ্টি এবং অগ্নিদৃষ্টি হবে ও অন্তর্ভেদী ও স্বচ্ছ দৃষ্টি হবে (কপটতা / চালাকি / লোভী ভাব দৃষ্টিতে থাকবে না)
6. চোখ অপলক বা পলকহীন বা বিস্তৃতখন পলকহীন হবে (নারী-পুরুষ সম দৃষ্টি)
7. চোখ আকারে ছোট বা বড় যাই হোক কিন্তু আকার নারীদের যোনিএর আকার এর মতো হবে এবং চোখের মনিএর রং গাড়ো নীল / বাদামি হবে
8. মস্তক এর তুলনামূলক বড় ও ভারী হবে
9. কান - হস্তীকর্ণ / গরুড়কর্ণ / উন্নতকর্ণ হবে
10. নাসিকা উন্নত ও দৃঢ় হবে
11.জীভ বাইরে নাসিকার অগ্রভাগ স্পর্শ করবে
12.জীভ এর অগ্রভাগ মহা সর্প-সূচালু হবে ও গলার আওয়াজ নাদ গম্ভীর হবে
13.জীভ এর নিচে শিরা থাকবে না (যে শিরা জিভকে নিচের চোয়ালের সঙ্গে যুক্ত রাখে)
14.দাঁত ছিদ্র সূক্ষ্ম হবে ও দাঁত সূক্ষ্ম হবে
15.গলা দৃঢ় ও দীর্ঘ্য বা কিছু মোটা হবে
16.পিছনে ঘাড় ছোট হতে হবে
17.কাঁধ দৃঢ় ও বিস্তৃত হতে হবে
18.বুক দৃঢ় ও বিস্তৃত হতে হবে
19.বুক এর স্তন বা গঠন উন্নত ও দৃঢ় হবে
20.পা , চোখের প্রান্ত, হাতের তালু , নখ এর অগ্রভাগ , ঠোঁট, চামড়া এর রং লালচে হবে

21. হাতে আপনা আপনি মুদ্রা তৈরি হয়.
22 .হাতের সব আঙ্গুল দৃঢ় ও সোজা হবে (বেঁকা আঙ্গুল তমোগুণের লক্ষন)
23. দুটি হাতের তালুতে মোট কম্পক্ষে 7+ টি ত্রিশুল চিহ্ন অথবা চক্র চিহ্ন / মন্দরিচিহ্ন / পদ্মচিহ্ন / যোনী চিহ্ন / কোনো প্রকার দিব্য চিহ্ন থাকতে হবে
24.হাতের তালুতে (যেখানে রেখা থাকে) - বিশেষ নক্ষত্র চিহ্ন এবং ধর্মচক্র ছেদ চিহ্ন থাকতে হবে
25.হাতের তালুর পাশে দিব্যচক্ষু ও জ্ঞানরেখা রেখা বিদ্যমান থাকতে হবে
27.হাতের তালুতে বৃহস্পতি স্থান অত্যান্ত উঁচু এবং ধর্ম চিহ্ন থাকতে হবে
28. নাভি খুব গভীর হবে ও পেটে গঠনক্রোম হবে
29. হাঁটু ও নিতম্ব ভালভাবে উন্নত হবে
30.কোমর দৃঢ় ও তুলনামূলক সুবিনিস্থ হবে
31.উরু তুলনামূলক দৃঢ় হবে
32.দুটি পায়ের তালুতে ত্রিশুল চিহ্ন / চক্র চিহ্ন / মন্দরিচিহ্ন / পদ্মচিহ্ন / যোনী চিহ্ন / কোনো প্রকার দিব্যা চিহ্ন থাকতে হবে
উপরুক্ত মাথা হইতে পা পর্যন্ত মোট " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষন থাকবেই l
তাই " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষন হাতে -কলমে শিক্ষা গ্রহণ করে " প্রকৃত মহাপুরুষ " চিনিতে সক্ষম হন ও ভন্ড দের প্রতারণা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন l

Published on: Dec, 15 2023 12:49